সুব্বুলক্ষ্মী

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরাইতে দক্ষিণ ভারতীয়কণ্ঠ সংগীত সাধিকা এম. এস. সুব্বুলক্ষ্ম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল মায়ের কাছে। মায়ের নাম ছিল যুন্মুগাবাদিতু। তিনি ছিলেন একজন বীণা বাদিকা।

সুব্বুলক্ষ্ম শৈশবে মন্দির প্রাঙ্গণে সংগীত পরিবেশন করতেন। মাত্র ১০ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম রেকর্ড করেছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে চেন্নাইয়ের সংগীত আকাদেমীর সংগে সুব্বুলক্ষ্মীর যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি কর্ণাটকী সংগীতের শিক্ষা নিয়েছিলেন শিম্মনগুডী শ্রীনিবাসের কাছে এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের শিক্ষা নিয়েছিলেন পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাস-এর কাছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম ছবি 'সেবাসদনম্'। এরপর তিনি শঞ্চুরতলাই, সাবিত্রী, প্রভৃতি ছবিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মীরা' ছবিটিতে অভিনয়

করেছিলেন। এরপরই তিনি সম্পূর্ণভাবে সংগীত জগতে মনোনিবেশ করেছিলেন, তবে তাঁর এই সংগীত জগতে প্রবেশের জন্য তাঁর স্বামীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামী সদাশিবমের সংগে সুব্বুলক্ষ্মীর বিবাহ হয়েছিল। সদাশিবমের জন্ম হয়েছিল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী পরিবারে। সদাশিবমের অনুপ্রেরণায় সুব্বুলক্ষ্মী সংগীতবিদ্যাকে আরো বেশী করে জানতে পেরেছিলেন। স্বামীর মাধ্যমে তিনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ধা আশ্রমে গিয়ে মহাত্মাগান্ধীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। গান্ধীজীকে তিনি অনেক ভজন গান শুনিয়েছিলেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে গান্ধীজী তাঁকে প্রশংসা করেছিলেন। গান্ধীজী মনে করতেন যে, সংগীত পরিবেশনের সময় সুব্বুলক্ষ্মী ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করেন এবং শ্রোতারা তাঁর গান শুনে ইশ্বর অনুভূতির স্বাদ পাবার চেষ্টা করবার সুযোগ পান।

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সংগীত পরিবেশন করে তিনি নিজে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তেমনি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এইভাবে মাদুরাইয়ের মন্দিরের সংগীত একদিন এসে পৌঁছেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুব্বুলক্ষ্মী রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

তিনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সংগীত নাটক আকাদেমী কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকী সংগীতের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'সংগীত কলানিধি' উপাধি পেয়ে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কারের সব অর্থ তিনি সমাজের উন্নতির জন্য দান করেছিলেন।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চেন্নাইয়ের ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস সোসাইটি থেকে 'সংগীত কলা শিক্ষামণি' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কালিদাস' সম্মান পেয়েছিলেন।

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ইন্দিরা গান্ধী' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় সংগীত গুণী, যিনি

১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন।

এছাড়াও সংগীতের শ্রোতাদের তরফ থেকে তিনি 'সংগীত সম্রাজ্ঞী', 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' প্রভৃতি বহু প্রশংসনীয় উপাধি পেয়েছেন। এমনকি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু তাঁকে 'সুরের রানী' আখ্যা দিয়ে নিজেকে তুচ্ছ প্রধানমন্ত্রী মাত্র বলে সম্মানিত করেছেন।

কপালে সিদুঁর, চন্দনে বিভূতির টিপ আঁকা সুন্দরী সুব্বুলক্ষ্মী যখন সংগীত পরিবেশন করতে বসতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠত সুরেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি মনে করতেন যে, তিনি সুরকে যতটুকু ছুঁতে পেরেছেন তা সম্পূর্ণভাবেই ঈশ্বরের কৃপা। নিজেকে তিনি ঈশ্বরের যন্ত্রী বলেই ভাবতেন।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সদাশিবমের মৃত্যুর পরে সুব্বুলক্ষ্মী তাঁর বিশাল সংগীত জগত থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এইসময় তিনি কোত্তুপুরম বাসভবনে থাকতেন।

বেশ কিছুদিন ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তিনি চেন্নাইয়ের ইসাবেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর হৃদযন্ত্রেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। ১১ই ডিসেম্বর রাত্রে ৮৮ বৎসর বয়সের সুব্বুলক্ষ্মী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

এই সংগীত সম্রাজ্ঞীর শেষ কৃত্য পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছিল। ঐদিন সংগীত সাধিকাকে শ্রদ্ধা জানাতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল সুরজিৎ সিংহ বার্নাল, রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা, ডি. এমকে প্রধান করুণানিধি, কর্ণাটকী সংগীত শিল্পী সোনাল মান সিংহ, অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা সহ অসংখ্য ভক্ত ও গুণীজন।

সুব্বুলক্ষ্মী ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত জগতের অমূল্য সম্পদ। তিনি ইহলোক থেকে চিরবিদায় নেওয়ায় দক্ষিণ ভারতীয় তথা ভারতীয় সংগীত সমাজ যা হারিয়েছে তা কোনোদিনও পূর্ণ হবার নয়।